■ গদ্যাংশ ■

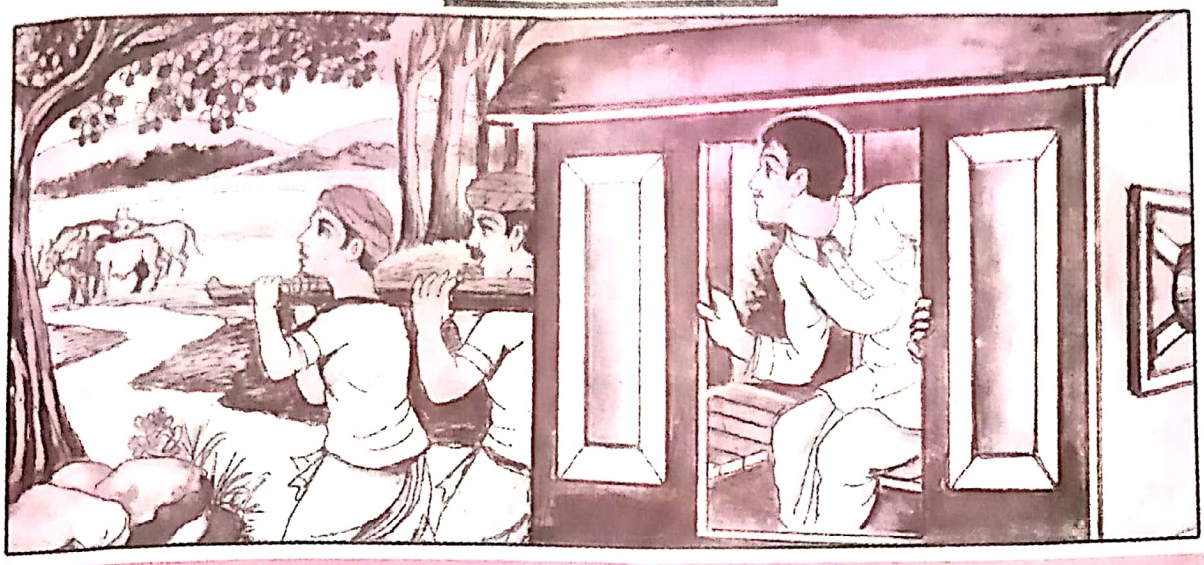

❋ পালামৌ ❋

—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

■ **লেখক-পরিচিতি ঃ** *সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে নৈহাটির নিকটবর্তী কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দাদা। তিনি মেদিনীপুর স্কুল ও হুগলি কলেজ থেকে লেখাপড়া করেন। সরকারি চাকরি করার কারণে তাঁকে পালামৌতে অনেক সময় কাটাতে হয়েছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল—'বাল্যবিবাহ', 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'সৎকার'। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', 'কণ্ঠমালা', 'দামিনী' ও 'মাধবীলতা' এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'পালামৌ'। তাঁর বাড়িতে স্থাপিত বঙ্গদর্শন প্রেস থেকে কিছুদিন তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।*

■ **পাঠ প্রস্তাবনা ঃ** সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' একটি উল্লেখযোগ্য বর্ণনা। পালামৌ যাবার সময় পথের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় এই অংশে। সহজ ও সরল ভাষায় রচনাটি যথেষ্ট মনোগ্রাহী। শুধু প্রকৃতিই নয়, মানুষের কথাও সেখানে আছে। এই গল্পের মাধ্যমে 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' কথাটি প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

রাঁচি থেকে পালামৌ যেতে যেতে যখন বাহকদের নির্দেশমতো দূর থেকে পালামৌ দেখতে পেলাম, তখন আমার মনে হল যেন পৃথিবীতে মেঘ করেছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই মনোহর দৃশ্য দেখতে লাগলাম। ওই অন্ধকার মেঘের মধ্যে এখনই যাব এই মনে করে আমার খুবই আহ্লাদ হতে লাগল। কতক্ষণে পৌঁছাব মনে করে আবার কতই ব্যস্ত হলাম। পরে চার পাঁচ ক্রোশ এগিয়ে গিয়ে আবার পালামৌ দেখার জন্য পালকি থেকে নামলাম। তখন আর মেঘভ্রম হল না, পাহাড়গুলো স্পষ্ট চেনা যেতে লাগল ; কিন্তু জঙ্গল ভালো চেনা গেল না। তারপর আরও দু-এক ক্রোশ এগিয়ে গেলে তামাটে রংয়ের বন চারদিকে দেখা যেতে লাগল ; কী পাহাড়, কী তলদেশ, সবকিছু যেন ভেড়ার দেহের মতো কোঁচকানো অনেক লোম দিয়ে ঢাকা বলে মনে হতে লাগল। শেষে আরও কিছুদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নীচে সব জায়গায় জঙ্গল, কোথাও আর ফাঁকা নেই। কোথাও চাষ করা হয়েছে এমন মাঠ নেই, গ্রাম নেই, নদী নেই, পথ নেই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

Scanned with CamScanner

পরে পালামৌতে ঢুকে দেখলাম, নদী গ্রাম সবই আছে, দূর থেকে তা কিছুই দেখা যায়নি। পালামৌ পরগনায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তারপর পাহাড়, আবার পাহাড়—যেন চলমান নদীর অগুনতি ঢেউ।

এখন সে সব কথা থাক। প্রথম দিনের কথা দু-একটা বলি। বিকালবেলায় পালামৌয়ে প্রবেশ করে দু-পারের পর্বতশ্রেণি দেখতে দেখতে বনের ভিতর দিয়ে যেতে লাগলাম। বাঁধা পথ নেই, কেবল এক সরু গোরু-চলার-পথ দিয়ে আমার পালকি চলতে লাগল, অনেক জায়গায় দু-দিকের লতা পাতা ছুঁয়ে যেতে লাগল।

বর্ণনায় যেরকম 'শাল তাল তমাল হিন্তাল' শুনেছিলাম, সেরকম কিছুই দেখতে পেলাম না। তাল, হিন্তাল একেবারেই নেই, কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটাও নেই, সবগুলোই আমাদের দেশি কদম গাছের মতো, না হয় কিছুটা বড়ো। কিন্তু তা হলেও জঙ্গল অতিশয় দুর্গম, কোথাও তার ছেদ নেই, এজন্য ভয়ানক। মাঝে মাঝে যে ছেদ আছে, তা খুব সামান্য। এরকম বন দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় কাঠের ঘণ্টার আশ্চর্য শব্দ কানে এল। কাঠের ঘণ্টা আগে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখেছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারালে, শব্দ শুনে শুনে তাদের খোঁজ করতে হয়, এজন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাঠের ঘণ্টার শব্দ শুনলে প্রাণের ভিতরটা কেমন করে। পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দ আরো যেন অসাড় করে দেয় ; কিন্তু সবাইকে করে কিনা, বলতে পারি না।

পরে দেখলাম, একা মহিষ সভয়ে মুখ তুলে আমার পালকির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তার গলায় কাঠের ঘণ্টা ঝুলছে। আমি ভাবলাম, পালিত মহিষ যখন নিকটে, তখন গ্রাম আর বেশি দূরে নয়। কিছু পরেই আধ-শুকনো ঘাসে-ঢাকা একটা ছোটো মাঠ দেখা গেল। এখানে সেখানে দু-একটা মধু বা মহুয়া গাছ ছাড়া সে মাঠে গুল্ম কি লতা কিছুই নেই, সব জায়গাই খুবই পরিষ্কার। পর্বতছায়ায় সেই মাঠ আরো সুন্দর হয়েছে ; তলায় কতকগুলো কোল বালক একসঙ্গে মহিষ চরাচ্ছিল, সেরকম কালো রঙের শোভা আর কখনও দেখিনি। সকলের গলায় পুঁতির সাতনরি, ধুকধুকির বদলে এক একটা গোল আরশি ; পরনে ধড়া, কানে বনফুল, কেউ মহিষের পিঠে শুয়ে আছে, কেউ মহিষের পিঠে বসে আছে, কেউ কেউ নাচছে। সবগুলোই যেন কৃষ্ণঠাকুর বলে মনে হতে লাগল। যেমন জায়গা, তাতে এই পাথুরে

Scanned with CamScanner

ছেলেগুলো উপযোগী বলে বিশেষ সুন্দর দেখাচ্ছিল ; চারদিকে কালো পাথর, পশুরা পাথুরে, তাদের রাখালও সেরকম। এই জায়গায় বলা দরকার এ অঞ্চলে মহিষ ছাড়া গোরু নেই। আর কতকগুলি কোল-এর সন্তান।

এ অঞ্চলে প্রধানত কোল-এর বাস। কোলেরা বন্য জাতি, খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, দেখতে। স্বদেশে কোল মাত্রেই রূপবান, অন্তত আমার চোখে। বন্যেরা বনে সুন্দর ; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

(চলিতভাষায় রূপান্তরিত)

Scanned with CamScanner

Class – VIII

16/5/2020

| বিষয় – বাংলা |

■ আলোচ্য গদ্য – 'পালামৌ'

■ লেখক — সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি :–

■ শব্দার্থ :– বাহক → যে বহন করে
মনোহর → খুব সুন্দর
ক্রোশ → ২- মাইলের কিছু বেশি দীর্ঘ পথ
নিবিড় → গভীর বা ঘন
অগুনতি → যা গননা করা যায় না
আরশি → আয়না
রূপবান → সুন্দর রূপ

■ মূল গ্রন্থ → 'পালামৌ' ভ্রমন [redacted] কাহিনী

■ Home work ■

১।প্রঃ– 'দূর থেকে পালামৌ দেখতে পেলাম'—
(ক) উক্ত লাইনটি কোন গদ্যাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে?
(খ) লেখক কে?
(গ) দূর থেকে পালামৌ কেমন দেখতে বর্ননা কর।

২।প্রঃ– 'শব্দ শুনে শুনে তাদের খোঁজ করতে হয়'—
(ক) এখানে কোন শব্দের কথা বলা হয়েছে?
(খ) 'তাদের' বলতে কারা?
(গ) কিভাবে তাদের খোঁজ করতে হয়?

Scanned with CamScanner

Class – VIII
20/5/2020

বিষয় → বাংলা

আলোচ্য গদ্য → পালামৌ

Home work

১। প্রঃ- 'পর্বতছায়ায় সেই মাঠ আরো সুন্দর হয়েছে'—

ক) লেখক মাঠে কাদের দেখতে পেলেন?

খ) তাদের পরনে কি?

গ) তারা কি করছিল?

২। প্রঃ 'এ অঞ্চলে প্রধানত কোল এর বাস'—

ক) এখানে কোন অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে?

খ) গল্প অনুসারে কোলদের চেহারা বর্ণনা কর।

১। উঃ- (ক) পর্বতছায়ায় মাঠে লেখক একদল কোল বালক দেখতে পেলেন।

(খ) তাদের পরনে ছিল ধড়া, আর সকলের গলায় পুঁতির মাতনরি, ঝুমঝুমির বদলে এক একটা গোল আরশি এবং কানে ছিল বনফুল।

(গ) কোল বালকেরা মহিষের পিঠে শুয়েছিল, আবার কেউ মহিষের পিঠে বসে এবং কেউ কেউ নাচছিল।

Scanned with CamScanner